প্রথম আলো

তারিখ 24 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জঙ্গি তৎপরতা নজরদা

বি শে ষ সা ক্ষা ৎ কা র

নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম চার দশকের বেশি সময় ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ, শিক্ষাদান, পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। দেশে জঙ্গিবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে *প্রথম আলো* সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে কথা বলে।

● সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মশিউল আলম**

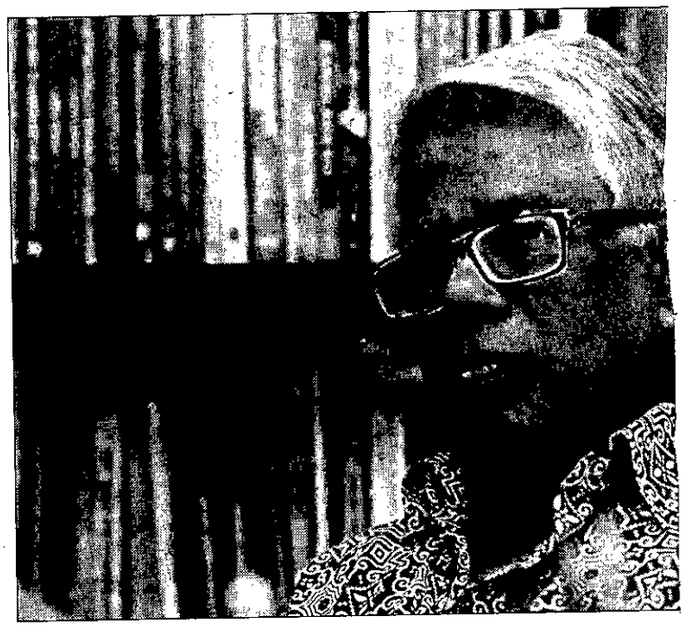

প্রথম আলো ● বেসরকারি খাতে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পেছনের মূল ভাবনা কী ছিল? শিক্ষাবিস্তার, নাকি বাণিজ্য?

নজরুল ইসলাম ● বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা নব্বইয়ের দশকে এত বেড়ে যায় যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তার সবটা পূরণে আর সক্ষম ছিল না। ফলে প্রচুর শিক্ষার্থী নিজ খরচে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করতে যেতেন। সেই সময় বেসরকারি উদ্যোক্তারা এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে সরকারের কাছে যান। সরকার এই বিবেচনায় প্রস্তাবটা গ্রহণ করল যে এতে করে আমাদের ছেলেমেয়েদের অনর্থক বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা কমবে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ নামে একটা আইন হলো, সেটার ওপর ভিত্তি করে প্রথমে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং তার পরে অন্যগুলো প্রতিষ্ঠা পেল। ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঘোষিতভাবে সেবামূলক, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুমোদন পেল এবং প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু কিছুদিনেই মধ্যেই আমরা দেখলাম, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

প্রথম আলো ● একটা লাভজনক ব্যবসা হিসেবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে গেল?

নজরুল ইসলাম ● প্রচুর আবেদন জমা পড়তে লাগল। ১৯৯২ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন একটা জরিপ করে, তাতে দেখা যায়, ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র সাতটি মানসম্পন্ন, কয়েকটি মোটামুটি মানসম্পন্ন, আর অধিকাংশই মানহীন। কিন্তু তারা ঠিকই ব্যবসা করে যাচ্ছিল।

প্রথম আলো ● তারপরও তো নতুন নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছে।

নজরুল ইসলাম ● ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত চার বছর আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় একটিও অনুমোদন দেওয়া হয়নি, যদিও অনেক আবেদন জমা হয়ে ছিল। ২০১০ সালের আগস্টে সরকার নতুন একটা আইন পাস করে—বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০। তারপরও ২০১১ সালের জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পায়নি। কিন্তু তারপর থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এসে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫। প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে!

প্রথম আলো ● তাহলে কি বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভাবনাটি পুরোপুরি নিষ্ফল হলো?

নজরুল ইসলাম ● না, সেটা বলা ঠিক হবে না। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানের দিক থেকে সুনাম অর্জন করেছে। তাদের শিক্ষার গুণগত মান যথেষ্ট উন্নত, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী ভালো, পরিচালনাপদ্ধতিও ভালো। শিক্ষার্থীরা এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে দেশে ও বিদেশে দক্ষতা ও মেধার পরিচয় দিতে পারছেন। অর্থাৎ সরকার একটা পয়সাও খরচ করল না, এতগুলো ছেলেমেয়ে স্নাতক হলো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বেশ ভালো শিক্ষা পেয়ে দক্ষ পেশাজীবী হলো।

প্রথম আলো ● অভিযোগ উঠেছে, কিছু কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একটা অংশের মধ্যে সশস্ত্র উগ্রপন্থী রাজনীতি ঢুকে গেছে। গুলশান হামলার পর এই অভিযোগ অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

নজরুল ইসলাম ● এটা একটা নতুন বিষয়; সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে এসব শোনা যাচ্ছিল, কিছু উগ্র মৌলবাদী তৎপরতা সেখানে আছে। সেটা বাড়তে বাড়তে এত দূর পর্যন্ত গেল যে তারা জঙ্গি হয়ে গেল। গণজাগরণ মঞ্চের কর্মীকে হত্যার দায়ে অভিযোগ উঠল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির কিছু শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। তবে একই সঙ্গে এটাও লক্ষ করতে হবে যে, এ ধরনের অভিযোগ বুয়েটের কিছু শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধেও উঠেছে। এ ছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক খুন হয়েছেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও উগ্রপন্থী সহিংস গোষ্ঠী আছে। তাহলে শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বলাটা ঠিক হবে না, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এসব আছে। একসময় ছিল রগ কাটা, তারপর শুরু হয়ে গেল খুনোখুনি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব ছিলই; পরে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম চলে আসে। এক-দুজন শিক্ষক সে রকম থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যদি সেখানে একটা সহিংস চক্র তৈরি করে ফেলেন, সেখানে যদি পাঠচক্র, ব্রেন ওয়াশিং বা ট্রেনিং সেন্টার গড়ে ওঠে, তাহলে তো বিপদ।

প্রথম আলো ● যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে এসব অভিযোগ উঠেছে, সেগুলোর কর্তৃপক্ষের কি এসব দিকে নজর দেওয়া কর্তব্য ছিল না?

নজরুল ইসলাম ● নিশ্চয়ই দেখার কথা ছিল। ভালো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক ব্যাপারে মনিটরিং করে। তারা যদি যৌন হয়রানির দিকে নজর রাখে, মারামারি বা অন্যান্য বিশৃঙ্খলা তদারক করে, তাহলে জঙ্গি তৎপরতা চলছে কি না, সেটা তাদের দৃষ্টিতেই আসবে না, এটা তো হয় না। তবে হ্যাঁ, জঙ্গি তৎপরতার ইস্যুটা কিছুদিন আগেও আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিষয়গুলো ছিল, সেটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেনি বলে ওরা পার পেয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলেছিল, তোমাদের লাইব্রেরিতে জঙ্গি বইপত্র পাওয়া গেছে।

প্রথম আলো ● বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ কেন এসব দিকে দৃষ্টি দেয়নি বলে আপনার মনে হয়?

নজরুল ইসলাম ● নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করেন শিক্ষার্থীরা: কোন শিক্ষক কেমন পড়াচ্ছেন। সেখানে যদি প্রশ্ন থাকত, কোনো শিক্ষক রাজনৈতিক বা ধর্মীয় উসকানিমূলক কথাবার্তা বলেন কি না, তাহলে তো বিষয়টা নজরে আসতে পারত। রাজনীতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু সেটা একটা সায়েন্টিফিক ডিসিপ্লিন হিসেবে। কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে বলা তো একাডেমিক কাজের মধ্যে পড়ে না। অথবা কোনো উগ্র সহিংস ধর্মীয় রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হাজির করে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা তো শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ নয়। এগুলোর মনিটরিং হয়নি। কোন শিক্ষক কেমন পড়ান, তাঁর আচার-ব্যবহার কেমন—এসব মনিটর করা হয়েছে। কিন্তু কোনো শিক্ষক কোনো ধরনের বিশেষ রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচার করেন কি না, সেটা মনিটর করা হয়নি।

প্রথম আলো ● কেন? বেশ কয়েক বছর ধরেই যখন এসব অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, তখন কেন ওই সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এগুলো মনিটর করেনি?

নজরুল ইসলাম ● জঙ্গিবাদের প্রশ্নটা আগে সে রকম বড় হয়ে আসেনি। এখন এসেছে। এখন এসব মনিটরিংয়ের প্রশ্ন আসবে। আসতে হবে। কারণ, কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতরে, মসজিদে বা ছেলেদের কমনরুমে জড়ো হয়ে কিছু শিক্ষার্থী পাঠচক্রের নামে উগ্রপন্থী রাজনৈতিক ভাবাদর্শ নিয়ে আলোচনা চক্র করে—এসব শোনা যাচ্ছে। আমি শুনেছি, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুমে ছাত্রদের সাত-আটজনের একটা গ্রুপ সারাক্ষণ ডমিনেট করে, অন্যদের সেখানে ঢুকতে খুব একটা উৎসাহ দেয় না। অন্যরা এসব দেখে বিরক্ত হয়ে চলে যায়, প্রতিবাদ করে না। সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলাবলি করত, দূর এরা কী শুরু করল, ঘরটা সব সময় দখল করে থাকে।

প্রথম আলো ● উচ্চশিক্ষিত, সচ্ছল পরিবারের সন্তান এসব তরুণ কেন
এই ধরনের উগ্র
মনে হয়?
নজরুল ইসলাম ●
একটা প্রবণতা ল
বিভিন্ন দিক থেকে
বদলে যাচ্ছে। না
কোথায় মধ্যপ্রাচ্য
বাংলাদেশের তরু
দুজন নয়, অনেক
শান্তিরক্ষার কর্মে
জড়িয়ে গেছেন।
তাঁদেরও কেউ বে
ভাবিনি। কেউ বে
গেছে, আমরা
আমরা অনেক
প্রথম আলো ●
নজরুল ইসলাম
এই ধরনের চে
যে এর বিহিত
করতে হবে। বে
সংকেত পেয়েছি
চিন্তাবিদেরা ভা
সরকার তো ভা
বিদ্বৎসমাজ ভা
দিয়েছেন? কেউ
আমার মনে হয়
প্রথম আলো ●
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগু
আপনি কী বলে
নজরুল ইসলা
নজরদারির ব্যব
হয়রানি-বিষয়ক
পারে।
প্রথম আলো ●
রাজনীতি থাকতে
নজরুল ইসলাম
আছে, তাদের কী
প্রথম আলো ●
নজরুল ইসলাম
প্রথম আলো ●
নজরুল ইসলাম
থাকতে পারে।
রাজনৈতিক দ
লেজুড়বৃত্তিমূলক
তাদের ইউনিয়
সাংস্কৃতিক কর্মক
বলবে। কিন্তু
প্রথম আলো ●
নজরুল ইসলাম

সংক্ষেপ

লাশ উদ্ধার

রাজধানীর মিরপুর-২ নম্বরে
থেকে গতকাল শনিবার এব
অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধ
পুলিশ। সড়ক দুর্ঘটনায় ওই
মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা ক
মিরপুর মডেল থানার এসআ
শাহজাহান আলী বলেন, স
নয়টার দিকে মিরপুর-২ নম্ব
চাইল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের
ফুটপাত থেকে তাঁর লাশ উ
হয়। তাঁর গায়ে নীল-সাদা
একটি স্পোর্টস গেঞ্জি এবং
রঙের একটি পায়জামা ছি
বয়স আনুমানিক ২৫ বছর
ঘাড় থেকে পুরো পিঠের চ
ছিলে গেছে।
● নিজস্ব প্রতিবেদক

ছয় শ্রমিক দগ্ধ

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে এ
এমব্রয়ডারির ছোট কারখান
অগ্নিকাণ্ডে ঘুমন্ত ছয় শ্রমিক
হয়েছেন। এর মধ্যে পাঁচজ
অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঢাকা
কলেজ হাসপাতালের বার্ন ই
তাঁরা চিকিৎসাধীন। শুক্রবার
রাত তিনটায় এ ঘটনা ঘটে
ব্যক্তিরা হলেন নাজমুল, সুম
শাকিল, মনির হোসেন, আ
আহসান। এর মধ্যে নাজমু
শরীরের ৫২ শতাংশ, সুমনে
শাকিলের ৭২, মনিরা হেসে
আশিকের ২০ শতাংশ এবং
আহসানের ৬৬ শতাংশ দগ্ধ
● নিজস্ব প্রতিবেদক

বরিশাল বিভাগ কল্যা

শেরেবাংলা
বৃত্তি প্রদা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
স আরেফিন সিদ্দিক বলেছে
প্রসারে সরকারের পাশাপাশি
বিত্তবানদের এগিয়ে আসার
বিকল্প নেই।
গতকাল শনিবার
বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মি
আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে
অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য
বলেন। বরিশাল বিভাগ কল
শেরেবাংলা স্মৃতি বৃত্তি প্রদান
বিতরণ উপলক্ষে ওই
আয়োজন করে।
এতে সভাপতিত্ব করেন
কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও
বিভাগ কল্যাণ সংস্থার
মোহাম্মদ ইসমাইল। অন্যা
উপস্থিত ছিলেন সংস্থার
সম্পাদক মো. শাহ আল
শেরেবাংলা স্মৃতি বৃত্তি কমিটি
এর আহ্বায়ক এম কামা
জসিম।
শেরেবাংলার জীবন ও
অমর করে রাখা এবং আগামী
দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করা
১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়
বিভাগ কল্যাণ সংস্থা। সং
লক্ষ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযো
বেকারত্ব ও নিরক্ষরতা দূরীক
শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে
কার্যক্রমসহ শেরেবাংলা স্মৃ
প্রদান।
প্রতিষ্ঠার পর থেকে সমা
উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের